দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 JUN 2008
পৃষ্ঠা 20 কলাম 5

রাজধানীর ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম খতিয়ে দেখছে দুদক

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

রাজধানীর নামি দামি পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতির অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, অধ্যক্ষ-শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ এবং ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত অনিয়ম খোঁজা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা ও অডিট অধিদপ্তরের কার্যালয় থেকে দুদকের বিশেষ দল বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুদকের মহাপরিচালক (প্রশাসন) কর্নেল হানিফ ইকবাল এক প্রেসব্রিফিংয়ে এ তথ্য দেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঁচটি হচ্ছে: ভিকারুন নিসা নূন স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, লালমাটিয়া

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ও দুদকের বিশেষ দলের কার্য পরিধির আওতাভুক্ত থাকবে।

দুদক সূত্র জানায়, ইতিমধ্যে দেশের ৪৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা দুদকের হাতে পৌঁছেছে। এসব প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুদকের একটি বিশেষ দল কাজ করছে। কমিশনের উপ-পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ দল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল অধিদপ্তর, বিভাগ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির অনুসন্ধানে কাজ করছে।

ব্রিফিংয়ে দুদক মহাপরিচালক বলেন, এ পর্যন্ত এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনিয়ম প্রাথমিকভাবে উদঘাটিত হয়েছে। তবে অনিয়ম থাকার কারণে ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কিছু প্রতিষ্ঠানের

(২০শ পৃঃ পর)

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গুরুতর অপরাধ সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির (এনসিসি) কার্যক্রমের বৈধতা আছে কিনা তা সরকারি গেজেটেই বলা আছে। দুদকের আইনে বলা আছে, প্রয়োজনে দুদক যে কোন সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে। এনসিসি ছিল দুদকের একটি সহযোগী সংস্থা।

মেয়র মিনুর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমোদন

রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র মিজানুর রহমান মিনু ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহজাহানের বিরুদ্ধে দোকানঘর ও মার্কেট নির্মাণের জায়গা বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে মামলা দায়েরের অনুমোদন দিয়েছে কমিশন। এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের উচ্চমান সহকারী মোল্লা আবুল কালাম আজাদ ও তার স্ত্রী কহিনুর সুলতানার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দেয়া হয়।

অপরদিকে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের প্রিন্সিপাল এপ্রেইজার আসিকুর রহমান চৌধুরী ও চট্টগ্রাম কালুরঘাট সার্কেলের কাস্টম এক্সাইজ ও ভ্যাটের পরিদর্শক নূর মোহাম্মদ চৌধুরীর কাছে সম্পত্তির হিসাবের বিবরণী চেয়ে নোটিস জারির অনুমোদন দিয়েছে কমিশন।